যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

(মৃত্যুর পূর্বে কর্মের ছাপ রেখে যাওয়া)

بسم الله الرحمن الرحيم

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

(মৃত্যুর পূর্বে কর্মের ছাপ রেখে যাওয়া)

ড. সালিহ আল-মুনাজ্জিদ রচিত

মাহমুদ আহমাদ
অনূদিত

চেতনা

চেতনা

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

ড. সালিহ আল-মুনাজ্জিদ রচিত

অনুবাদ : মাহমুদ আহমাদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০২০ ঈসায়ী

সফর : ১৪৪২ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

মুদ্রণ : আফতাব প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুল
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২০০ টাকা

ভূমিকা

যারা বরণীয় ও স্মরণীয় হতে চান, এই বই তাদের জন্য

ভালো প্রকাশনা ও প্রকাশনী অনেক আছে। আমরা প্রকাশনায় নবীন হলেও আমাদেরও কিছু ভালো কাজ করার ইচ্ছা আছে। আমাদের এই ইচ্ছার সততার পক্ষে এই সিরিজের গ্রন্থগুলো তার প্রমাণ হতে পারে। এটি ড. মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ লিখিত। বিষয়, সৎকাজে উৎসাহিতকরন। কী কী করলে ও কীভাবে করলে আপনি অমর হয়ে থাকবেন, মৃত্যুর পরেও আপনি স্মরণীয় হবেন, ওপারেও ভালো থাকবেন, অবিরাম আপনার আমল-নামায় সওয়াব যুক্ত হতে থাকবে, সেইসব কথা অত্যন্ত সাবলীল ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে এই গ্রন্থে। যেমন তিনি লিখেছেন, 'যারা লোকদের নিকট আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে তারা কখনো এমন হতে পারে না যে তারা গভীর জলে ডুবতে থাকা মানুষকে দেখবে কিন্তু তাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না। তারা এতটা অমানবিক হতে পারে না যে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে কাউকে পথে বসে থাকতে দেখে তারা তাকে উপেক্ষা করে চলে আসবে। তারা

কখনো নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা নিজেদের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ করে রাখেনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তারা কেবল নিজেদের জন্য করে না। বরং তারা নিজেদের সত্তা থেকে আয়েশের দাগ ও আলস্যের ধুলো মুছে ফেলে। তারা আলোর মশাল হাতে সবার দ্বারে দ্বারে ছুটে যায়। তারা অজ্ঞকে শিক্ষা দেয়। উদাসিনকে সতর্ক করে। পথহারাকে দিশা দেয়। এসব কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছা ও তার প্রদত্ত তাওফিকের কল্যাণে।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'আমাদের পূর্বসূরী আলিমগণ অভাবিদের তুলনায় নিজেদের মর্যাদাবান ভাবতেন না। বরং প্রয়োজনের তাগিদে তাদের নিকট সাহায্যের জন্য আসা ব্যক্তিদের তারা মর্যাদাবান মনে করতেন। এমনকি কখনো এমন হতো, প্রয়োজনের জন্যে আগত ব্যক্তিরা যেন সাহায্য চেয়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করছেন।'

উদারণ তুলে ধরে তিনি বলেছেন, 'এক ব্যক্তির বাড়িতে তার বন্ধু এসে দরজার কড়া নাড়লো। বাড়ির মালিক দরজা খুলে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কী কোনো প্রয়োজনে এসেছো? আগন্তুক বললো, আমার চারশত দিরহাম ঋণ আছে। তুমি যদি আমাকে কিছু ...! বাড়ির মালিক চারশত দিনার তার বন্ধুকে দিয়ে দিলো। তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকে কাঁদতে শুরু করলো। তাকে কাঁদতে

দেখে তার স্ত্রী বললো, তোমার যখন এতই কষ্ট হচ্ছে তখন অতগুলো দিরহাম তাকে দিতে গেলে কেনো?

লোকটি বললো, আমি সে জন্য কাঁদছি না। আমার উচিত ছিলো, তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা। আমি তা করতে পারিনি, তাই তাকে আমার কাছে আসতে হলো। আমারই তো সাহায্য নিয়ে ছুটে তার কাছে যাওয়া উচিত ছিলো।'

তিতি উন্নত নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : আবু জর রা. বলেন, নবি করিম সা. আমাকে বললেন, 'সামান্য ভালো কাজকেও তুমি তুচ্ছ মনে করো না। যদিও সেটি হয় তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা।' প্রিয় নবি সা. আরো বলেছেন : 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ে অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে তার তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা তখন বলে, আমিন, তোমার জন্যও অনুরূপ দোয়া রইলো।'

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : 'তিনটি বিষয়ে আমি কসম খাচ্ছি। আর একটি হাদিস আমি বর্ণনা করছি, সেটি তোমরা মুখস্থ করে নাও। অতঃপর তিনি বলেন : 'সদকা প্রদানের কারণে বান্দার সম্পদে হ্রাস ঘটে, সে সময় ও জুলুমের শিকার হওয়ার সময় যে বান্দা ধৈর্য ধরে থাকে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। যে নিজের চরিত্রে

অপরের কাছে হাত পাতার অভ্যাস গড়ে তোলবে তার সামনে আল্লাহ দারিদ্রের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবেন।
মানুষের জীবনের গতি সময়সব এক রকম থাকা অসম্ভব। তাই আপনাকে উর্ধ্বগমন আর অধঃগমনের মাঝে পার্থক্য করা জানতে হবে। আপনি অধঃপতনের বিষয়ে সদা সজাগ থাকুন। কারণ জীবনে অধঃপতন আসে ব্যক্তির নিজ কর্মের কারণে। কেন না আপনার রব কোনো বান্দার প্রতি অন্যায় আচরণ কখনো করেন না। তিনি কাউকে অধঃগমনের পথে ঠেলে দেন না। যেমন তিনি বলেছেন : 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।'
আরবগণ বলেন, সময় হলো দুই দিন। একদিন তোমার পক্ষে গেলে পরের দিন তোমার বিপক্ষে যাবে।'

এই বই আপনাকে আরো বহু বিষয় সম্বন্ধে সজাগ ও উৎসাহী করে তুলবে। ইনশাআল্লাহ।
দোয়ার মোহতাজ
খুরশিদ আমজাদী
স্বত্বাধিকারী, চেতনা প্রকাশন।

সূচিপত্র

সামষ্টিক ও ব্যক্তিক উপকারিতার পার্থক্য ১২

উত্তম কোনটি? ১২

মানুষের উপকার করা নবি-রাসুলগণের বৈশিষ্ট্য ১৫

মানুষের জন্য নিবেদিত প্রতিটি কল্যাণকর্মই তার জন্য সদকা ২৫

ব্যাপক উপকারিতার কিছু উদাহরণ ৩১

দাওয়াত ইলাল্লাহ ৩১

মানুষকে উপকারি জ্ঞান শিক্ষা দেয়া ৩৩

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ৪০

আল্লাহর পথে পাহারাদারিতে নিয়োজিত থাকা ৪২

মুসলিম বাহিনীর প্রহরা বিষয়ক আববাদ ইবনে বশরের ঘটনা ৪৩

মসজিদ নির্মাণ ৪৫

সদুপদেশ ৪৮

মানুষের মননে সংস্কার সাধন ৫১

অন্যের জন্য সুপারিশ করা ও মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ৫৭

মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা। তাদের কর্মে সহায়তা করা ও বিপদাপদে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়া ৫৯

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করাকে

বিরক্তিকর মনে করে তাদের শাস্তি ৬৪
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিন মনে সওয়াবপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখা ৬৯
সদকা প্রদান, দরিদ্র ও প্রয়োজনগ্রস্তকে দান করার দ্বারা দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায় ৭৩
সদকার সাওয়াব সম্পর্কিত হাদিসের বর্ণনা ৭৪
সদকা শরীর সুস্থ রাখে এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখে ৭৫
সদকা প্রদানের ফল ৭৭
ঋণ প্রদান ও অসচ্ছলকে অবকাশ দান ৭৯
আহার করানো ৮০
ইয়াতিমের প্রতি কল্যাণকামিতা ৮২
বিধবা ও দরিদ্রদের সেবা করা ৮৫
প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার ৮৭
পরিবার পরিজনের জন্য সম্পদ ব্যয় করা ৮৯
আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ৯০
মুসলিমদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা ৯২
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ৯৪
ছোট ছোট কর্ম দ্বারা মানুষের উপকার করা ৯৪
বাক্য বা কথা দ্বারা মানুষের উপকার ৯৬
দোয়া দ্বারা মানুষের উপকার ৯৭
পথে পাশে বসে থেকেও মানুষের উপকার করা যায় ৯৭

প্রাণীর প্রতি সদাচারণ.....৯৮
এমন কিছু আমল মৃত্যুর পরেও যার সওয়াবপ্রাপ্তি অব্যাহত থাকে.....১০০
১. ঈমান ও সৎকাজ.....১০০
ক. ফেরেশতা ও মুমিনদের দোয়া দ্বারা উপকৃত হওয়া.....১০০
খ. পরিবার প্রতিপালন.....১০১
২. কল্যাণকর রীতি-নীতি প্রণয়ন.....১০২
৩. ইলমে নাফে বা উপকারী ইলম, সাদাকায়ে জারিয়া বা বহমান দান ও নেক সন্তান.....১০৫
৪. আগামীর মনীষী তৈরিতে সচেষ্ট থাকা.....১১১
৫. ইসলাম বিধিত ওয়াকফ.....১১৯
ইসলামি শরিয়তে ওয়াকফকে বিধিবদ্ধ করার তাৎপর্য.....১২১
শেষ কথা.....১২৪

সামষ্টিক ও ব্যক্তিক উপকারিতার পার্থক্য

সামষ্টিক উপকারিতা বলা হয় এমন সব কর্মকে যার উপকারিতা ব্যক্তি একা নয় বরং তার সাথে অনেকেই এর থেকে উপকারিতা লাভ করে। তা দু' ধরনের হতে পারে—আখিরাত কেন্দ্রিক—যেমন, তালিম-তায়াল্লুম মানে শিক্ষা গ্রহণ-শিক্ষা প্রদান, দওয়াত ইলাল্লাহ ও পার্থিব উপকার সাধন—যেমন কারো প্রয়োজন পূরণ করা ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকারিতা হলো, এমনসব কাজ যার উপকারিতা, সওয়াব ও প্রতিদান কর্তা একা লাভ করে। যেমন, রোজা ও ইতিকাফ ইত্যাদি।

উত্তম কোনটি?

শরিয়াহ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের ভাষ্য মতে—যে কর্মের উপকারিতা ব্যক্তি একা লাভ করে তার চেয়ে সেসব কর্ম উত্তম যার উপকারিতা ব্যাপক ও সামষ্টিক হয়ে থাকে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে বলেছেন, ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে সেসব ইবাদত উত্তম যার উপকারিতা ব্যাপক ও সর্বজনীন।

কারণ, কুরআনের অনেক আয়াত ও বহু হাদিসে মানুষের কল্যাণে কাজ করা, তাদের কাছে উপকার পৌছানোর জন্য

সচেষ্ট থাকা ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করাকে পুণ্যকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে :

আবু দারদা রা. বর্ণণা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'সব নক্ষত্রের উপর চাঁদের যতটা শ্রেষ্ঠত্ব, একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ততটা শ্রেষ্ঠত্ব।'[১]

রাসুলুল্লাহ সা. আলি রা.-কে বলেন: 'তোমার দ্বারা যদি একজন লোকও হেদায়েত-প্রাপ্ত হয় তা হলে তা তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও বেশি লাভজনক।'[২]

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'যে মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করবে, তার আহ্বানে যারা হেদায়েতের পথ অনুসরণ করবে, সে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদান লাভ করবে। এবং হেদায়েত-প্রাপ্তদের প্রতিদান থেকে কোন কিছু কম করা হবে না।'[৩]

এমনিভাবে, যে লোক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইবাদতে মগ্ন থাকে, মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে যারা নিজেদের সামষ্টিক কল্যাণকর্মে

---

১. আবু দাউদ : হাদিস নং-৩৬৪১।
২. মুসলিম : হাদিস নং-৩৪।
৩. মুসলিম : হাদিস নং-২৬৭৪।

নিয়োজিত রাখে তারা মৃত্যুপরবর্তী জগতে পৌঁছে গেলেও তাদের আমলনামা উন্মুক্ত থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, তাদের দায়িত্ব ছিলো, তাঁরা সৃষ্টির প্রতি সহনশীল ও কল্যাণকামী হবেন। তাঁরা লোকদের ইহজগত ও পরজগতের সফলতার কথা বলবেন। তাদের জনমানুষ থেকে দূরে ও বিচ্ছিন্ন থেকে নির্জনে একাকী ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়নি।

এ কারণে নবি করিম সা. জনপদ ছেড়ে, মানুষের সঙ্গ ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য নির্জনে যাওয়া অপছন্দ করেছেন।

এই যে শ্রেষ্ঠত্বের বিভাজন তা হয় সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারে। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক সামষ্টিক ও ব্যাপক উপকারিকর্ম প্রত্যেক ব্যক্তিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। বরং নামাজ, রোজা ও হজ হলো মৌল বিচারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইবাদত। তারপরও এগুলো ইসলামের রোকন বা মৌলস্তম্ভ।

এ কারণে বহু বিজ্ঞ আলিমের অভিমত হচ্ছে, 'সর্বোত্তমকর্ম সেটি, স্থান ও পাত্র এবং সময়ের দাবি ও

প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বাবস্থায় ও সর্বান্তকরণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যেটি সম্পাদন করা হয়।'[৪]

মানুষের উপকার করা নবি-রাসুলগণের বৈশিষ্ট্য

ব্যাপকার্থবোধক কল্যাণকর্ম হলো নবি-রাসুলগণের অনুসৃত পথ। তা অনুসরণ ও পালন করা তাঁর উত্তরসূরিগণের কর্তব্য কাজ। নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের জন্য সব চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন ও আল্লাহর পথে পরিচালনা করতেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশে মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতেন। তাঁরা এসব সম্পাদন করতেন এক ও একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর একত্বের প্রতি দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে—যা ছাড়া ইহ-পরকালের সুখ ও সম্মান অর্জনের দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

নবি-রাসুলগণ দুনিয়ার বুকে যে দাওয়াত প্রচার করতেন তাতে শুধু পরজাগতিক কল্যাণের বিবরণ থাকতো না, বরং ইহ-জাগতিক কল্যাণের কথাও তাঁরা বলতেন।

ইউসুফ আ. (তৎকালীন মিসর সম্রাট) আজিজে মিসরের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

৪. মাদারিসুস সালিকীন : খণ্ড-১, পৃ : ৮৫-৮৭।

তিনি বললেন : 'আমাকে শস্য ভাণ্ডারের (খাদ্যমন্ত্রীর) দায়িত্ব দিন। আমি আমানতদার ও জ্ঞানী।'

ফলে তিনি সে দেশে চরমভাবে আক্রান্ত দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি তাদের সফলভাবে দুর্ভোগ ও দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেছেন।

মুসা আ. যখন ফেরাউনের সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে মাদায়েনে আসেন, তখন দেখতে পান, একদল লোক তাদের মেষপালকে পানি পান করাচ্ছে। এবং দেখতে পান, তাদের পিছনে দু' মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি এগিয়ে যান এবং কূপের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে মহিলাদ্বয়ের মেষগুলোকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করে দেন।

আমাদের নবি মুহাম্মাদ সা.-এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে খাদিজা রা. বলেছিলেন : 'কখনো না, আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, দুর্বল মানুষের বোঝা বহন করেন, অথিতিকে আপ্যায়িত করেন, অসহায়কে সাহায়তা করেন এবং অভাবগ্রস্থকে সাহায্য করেন।'[৫]

---

৫. বোখারি : হাদিস নং-৩।

নবি-রাসুলগণের দেখানো এই পথই অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে-সালেহিন।

আবু বকর রা. সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকতেন এবং তিনি অভাবিদের সাহায্য করতেন। এ কারণে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে (!) কুরাইশরা যখন তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করতে চাইলো তখন মুশরিক নেতা ইবনে দাগিনা বলেছিলো, 'আপনার মত মানুষ এখান থেকে চলে যেতে পারে না এবং কেউ এমন লোককে বহিষ্কার করার অধিকারও রাখে না। আপনি তো অসহায়কে সহায়তা করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, আপনি দুর্বলের বোঝা বহন করেন, অথিতিকে আপ্যায়িত করেন এবং সহায্যপ্রার্থীকে অকাতরে সাহায্য করেন।'[৬]

ওমর রা. বিধবাদের দেখভাল করতেন। তিনি তাদের জন্য রাতের অন্ধকারে দূর থেকে পানি বহন করে আনতেন।

আলি ইবনে হুসাইন রা. রাতের অন্ধকারে দরিদ্রদের বাড়িতে গিয়ে রুটি রেখে আসতেন। তাঁর শাহাদাতের পর দরিদ্রদের বাড়িতে রুটি আসা বন্ধ হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে ইবনে ইসহাক বলেন :

'মদিনার অধিবাসীরা স্বাভাবিক জীবন ধারণ করত, তারা কেউ বুঝতে পারত না খাবার কোত্থেকে আসত। কিন্তু যখন

৬. বোখারি : হাদিস নং-২১৭৫।

আলি ইবনে হুসাইন রা. শাহাদাত বরণ করেন তখন রাত্রিবেলা তাদের কাছে রুটি আসা বন্ধ হয়ে গেলো।'[৭]

এমনই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরিগণ। তাঁরা যখনই মানবতার সেবা করার সুযোগ পেতেন তখনই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলতেন: 'যে এসেছে তাকে স্বাগতম। সে আমার পাপ মুছে দেবে।'

ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহ. বলেন : 'সাহায্যপ্রার্থীগণ কতইনা উত্তম! তারা বিনা মজুরিতে আমাদের আখিরাতের পাথেয়সমূহ মিজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।'

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সামগ্রিক উপকারিতার শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তায়ালা বলেন : 'শপথ সময়ের! নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, উত্তমকর্ম করেছে, পরস্পরকে হক ও সবরের উপদেশ দিয়েছে (তারা ব্যতীত)।'[৮]

ইমাম সায়িদি রাহ বলেন, এই সুরা (সুরা আসর)-এ আল্লাহ তায়ালা সময়ের শপথ করেছেন। রাত ও দিনের সমষ্টির

---

৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-৪, পৃ : ৩৯৩।

৮. সূরা আসর : আয়াত-১-৩।

নাম হচ্ছে সময়। এবং যা হচ্ছে বান্দার আমল—ইবাদত-বন্দেগি ও কাজ-কর্ম করবার সময়।

চারটি গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিগণ ছাড়া প্রত্যেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতার শিকার। সেই চারটি গুণ হচ্ছে :

১. আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী তাঁর উপর ঈমান আনা।

২. নেক আমল করা। এটি সামগ্রিকভাবে সব নেকআমল অন্তর্ভুক্ত করে। হোক সেটি দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান। হোক সেটি আল্লাহর হক বা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত। হোক সেটি ওয়াজিব বা মোস্তাহাব।

৩. পরস্পরকে সত্য ও কল্যাণের উপদেশ দান করা। এটি ঈমান ও আমলের সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ পরস্পর এ বিষয়ে উপদেশ দান করবে, উৎসাহ দেবে ও উদ্বুদ্ধ করবে।

৪. আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর অবাধ্যতা পরিহার ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য-বিধানের বিষয়ে সবর করার ক্ষেত্রে পরস্পর উপদেশ দান করবে।

এই চারটি বিষয়ের প্রথম দু'টি দ্বারা মানুষ নিজ সত্তাকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে। শেষ দু'টি দ্বারা অন্যকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারে। সামগ্রিকভাবে এই চারটি গুণের

সমাবেশ যে সভার মধ্যে ঘটবে সে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত থাকবে। এবং সে প্রভূত সাফল্য লাভ করবে।'[৯]

কাজেই যখন পরোপকার করবে, অন্যকে হক ও সবরের আহ্বান জানাবে, তখন সে পার্থিব ও অপার্থিব অনেক ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করবে।

প্রিয় নবি সা. বলেছেন, যার দ্বারা মানবতার অধিক কল্যাণ লাভ হয় সেই শ্রেষ্ঠ মানব।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'যার দ্বারা মানুষের বেশি উপকার লাভ হয় সেই হলো শ্রেষ্ঠ মানব।'[১০]

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন : 'যে ব্যক্তি মানুষকে বেশি উপকার পৌঁছায় সে আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। আল্লাহ নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো, মুসলিমের মন আনন্দিত করা। তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করা। তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আমার কোন ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে যাওয়া

---

৯. তাইসিরু কারিমির রাহমান : পৃ : ৯৩৪।

১০. তাবারানি রাহ. তাঁর আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং-৫৯৪৯, আলবানি রাহ. তাঁর আস সিলসিলাতুস সাহিহা গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। পৃ : ৪২৬।

আমার কাছে এই মসজিদে (মসজিদে নববি) এক মাস ইতিকাফ করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। আর যে ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাঁর দোষ গোপন করেন। যে রোষ চেপে রাখে ইচ্ছা করলে সে রোষ প্রদর্শন করতে পারে— আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অন্তর নিশ্চয়তায় পূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে গিয়ে পূরণ করে দেয় আল্লাহ সে দিন তার কদম দৃঢ় করে দেবেন যে দিন পাসমূহ পিছলে যাবে।' [১১]

রাসুলুল্লাহ সা. যে বলেছেন, 'কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে পথ চলা আমার কাছে এই মসজিদে (মসজিদে নববি) একমাস ইতিকাফ করার চেয়ে পছন্দনীয়—'এর কারণ, ইতেকাফের উপকারিতা ব্যক্তি পর্যায়ের মাঝে সীমিত। অন্যদিকে কারো প্রয়োজন পূরণের লক্ষে তার সাথে যাওয়ার উপকারিতার পরিধি বিস্তৃত। যা অকাট্যভাবে মানুষের বেশি উপকারে আসে।

শায়খ ইবনে উসাইমিন রাহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন ইতিকাফকারী ব্যক্তি কি টেলিফোনে কথা বলতে পারবে?'

---

১১. ইবনে আবিদ দুনিয়া সংকলিত কাজাউল হাওয়ায়িজ গ্রন্থে সংকলিত। পৃ : ৩৬। আলবানি তাঁর তারগিব গ্রন্থে এই বর্ণনাটিকে হাসান অভিহিত করেছেন। পৃ : ২৬২৩।

শায়খ উত্তর দেন : 'যদি ফোন সেট মসজিদের মধ্যে থাকে তা হলে মুসলিমদের প্রয়োজনে সে ফোনে কথা বলতে পারবে। এতে তার ইতিকাফের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ সে মসজিদ ছেড়ে বাইরে আসেনি। আর যদি ফোন সেট মসজিদের বাইরে থাকে, তা হলে ফোন করার জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না। যদি মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব কারো থাকে বা এ কাজে কেউ নির্ধারিত থাকে তা হলে সে ইতিকাফে বসবে না। কারণ মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব ইতিকাফের চেয়ে বেশি। এর উপকার ব্যাপক। আর সামগ্রিক কল্যাণকর্ম ব্যক্তিগত কল্যাণকর্মের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তবে ব্যক্তিক উপকারি আমল যদি দীনের গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বা ওয়াজিব হয় তা হলে তার বিধান ভিন্ন।'[১২]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন : 'মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন বৃক্ষ রোপন করে তখন সে বৃক্ষের ফল পাখি-প্রাণী যে-ই ভক্ষণ করুক, এর বিনিময়ে সে কিয়ামতের দিন সদকার সওয়াব পাবে।'[১৩]

---

১২. মাজমাউল ফাতাওয়ায়ে ইবনে উসাইমিন : খণ্ড : ২০, পৃ : ১২৬।
১৩. মুসলিম, হাদিস নং-১৫৫৩।